

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

“জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের  
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ



গেজেট



অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ২২, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  
কল্যাণ শাখা  
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১৫ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং-১৯৮-আইন/২০২১।—বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১নং আইন) এর ধারা ৩২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা :—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

- (ক) বিধি ২ এর দফা (চ) বিলুপ্ত হইবে;
- (খ) বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
- “(২) বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত পরিচালকের নিম্নে নহে এইরূপ একজন কর্মচারী এবং মহাপরিচালক বা অতিরিক্ত মহাপরিচালক যৌথ স্বাক্ষরপূর্বক উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ব্যাংক হিসাব পরিচালনা ও অর্থ উত্তোলন করিতে পারিবে এবং উহার জন্য বোর্ডের নিকট দায়ী থাকিবে।”;
- (গ) বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
- “(৩) বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকের নিম্নে নহে এইরূপ একজন কর্মচারী এবং মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত বোর্ডের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ে কর্মরত একজন কর্মচারী যৌথ স্বাক্ষরপূর্বক উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ব্যাংক হিসাব পরিচালনা ও অর্থ উত্তোলন করিতে পারিবে এবং উহার জন্য বোর্ডের নিকট দায়ী থাকিবে।”;

(৯৪৬১)

মূল্য : টাকা ৮.০০

(ঘ) বিধি ৫ এর উপ-বিধি (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(২) বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত পরিচালকের নিম্নে নহে এইরূপ একজন কর্মচারী এবং মহাপরিচালক বা অতিরিক্ত মহাপরিচালক যৌথ স্বাক্ষরপূর্বক উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ব্যাংক হিসাব পরিচালনা ও অর্থ উত্তোলন করিতে পারিবে এবং উহার জন্য বোর্ডের নিকট দায়ী থাকিবে।”;

(ঙ) বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(২) বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত পরিচালকের নিম্নে নহে এইরূপ একজন কর্মচারী এবং মহাপরিচালক বা অতিরিক্ত মহাপরিচালক যৌথ স্বাক্ষরপূর্বক উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ব্যাংক হিসাব পরিচালনা ও অর্থ উত্তোলন করিতে পারিবে এবং উহার জন্য বোর্ডের নিকট দায়ী থাকিবে।”;

(চ) বিধি ৮ এর উপ-বিধি (২) ও (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (২) ও (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(২) বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময় সময়, যৌথবীমার প্রিমিয়ামের হার নির্ধারিত হইবে।

(৩) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ১৩ হইতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারী ব্যতীত প্রত্যেক কর্মচারীকে বেতন বিল হইতে বোর্ড কর্তৃক সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময় সময়, নির্ধারিত হারে কর্তনপূর্বক তহবিলের প্রিমিয়াম প্রদান করিতে হইবে।”;

(ছ) বিধি ৯ এর সংখ্যা, চিহ্ন, শিরোনাম ও উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ সংখ্যা, চিহ্ন, শিরোনাম ও উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“৯। ১৩ হইতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের যৌথবীমার প্রিমিয়াম আদায় পদ্ধতি।—(১) আইনের ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ১৩ হইতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীর যৌথবীমার প্রিমিয়ামের পরিমাণ বিধি ৮ এর উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত হারে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত বেতন বিল বিবরণীর ভিত্তিতে বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত প্রদেয় অর্থ কর্মচারীর যৌথবীমা তহবিলের অনুকূলে মঞ্জুরি প্রদানের জন্য সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।”;

(জ) বিধি ১৩ এর—

(অ) উপ-বিধি (১)(খ) বিলুপ্ত হইবে;

(আ) উপ-বিধি (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(৩) বোর্ডের তহবিল হইতে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ ডাক, তার ও টেলিফোন, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিজিবি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) এবং পুলিশ বাহিনীতে নিযুক্ত কর্মচারীগণ ব্যতীত সরকারের অসামরিক খাত হইতে বেতনপ্রাপ্ত সকল নন-গেজেটেড চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ১৩ হইতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীর ষষ্ঠ শ্রেণি হইতে তদূর্ধ্ব শ্রেণিতে অধ্যয়নরত সন্তানের জন্য বৎসরে ১ (এক) বার শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা যাইবে, তবে উক্ত শিক্ষাবৃত্তি অনধিক ২ (দুই) সন্তানের জন্য প্রযোজ্য হইবে।”;

(ই) উপ-বিধি (৪) বিলুপ্ত হইবে;

(ঈ) উপ-বিধি (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(৫) বোর্ডের তহবিল হইতে ডাক, তার ও টেলিফোন, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিজিবি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) ও পুলিশ বাহিনীর কর্মচারী ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অসামরিক খাত হইতে বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিজ ও তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের মৃত্যুজনিত কারণে মৃতদেহ দাফন বা অন্ত্যেষ্টিক্রমের জন্য বোর্ডের সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হারে অর্থ প্রদান করা যাইবে।”;

(উ) উপ-বিধি (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(৬) কর্মচারীর জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের ক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে চিকিৎসার জন্য বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হারে সাহায্য মঞ্জুরি প্রদান করা যাইবে এবং কর্মচারীর জটিল ও ব্যয়বহুল রোগে দেশে ও বিদেশে আর্থিক চিকিৎসা সাহায্যের জন্য আবেদনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক উক্তরূপ সাহায্য মঞ্জুরির সুপারিশের নিমিত্ত মহাপরিচালককে সভাপতি করিয়া একটি বাছাই কমিটি থাকিবে এবং চূড়ান্ত সাহায্য মঞ্জুরির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকিবে এবং বাছাই কমিটি ও ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পাদিত হইবে।”;

(ঝ) বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (৩), (৪) ও (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৩), (৪) ও (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(৩) কর্মচারীর নিজের বা তাঁহার পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা বাবদ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হারে চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী নিজে আমৃত্যু এবং তাঁহার পরিবারের সদস্যগণ ৭৫ (পঁচাত্তর) বৎসর পর্যন্ত অনুদানের সুবিধা প্রাপ্য হইবেন এবং মৃত কর্মচারীর ক্ষেত্রে তিনি জীবিত থাকিলে যেই তারিখে

তাঁহার বয়স ৭৫ (পঁচাত্তর) বৎসর হইতে সেই তারিখ পর্যন্ত তাঁহার পরিবারের সদস্যগণ উক্ত অনুদানের সুবিধা প্রাপ্য হইবে।

- (৪) মৃত বা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর নবম শ্রেণি হইতে তদূর্ধ্ব শ্রেণিতে অধ্যয়নরত সন্তানের ক্ষেত্রে বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হারে বৎসরে ১ (এক) বার শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা যাইবে, তবে উক্ত শিক্ষাবৃত্তি অনধিক ২ (দুই) সন্তানের জন্য প্রযোজ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর বয়স ৭৫ (পঁচাত্তর) বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তিনি বা তাঁহার পরিবারের সদস্যগণ এই অনুদানের সুবিধা প্রাপ্য হইবেন এবং মৃত কর্মচারীর ক্ষেত্রে তিনি জীবিত থাকিলে সেই তারিখে তাঁহার বয়স ৭৫ (পঁচাত্তর) বৎসর হইতে, সেই তারিখ পর্যন্ত তাঁহার পরিবারের সদস্যগণ উক্ত অনুদানের সুবিধা প্রাপ্য হইবে।

- (৫) কোনো কর্মচারী অবসর গ্রহণ পরবর্তী ৭৫ (পঁচাত্তর) বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যু হইলে বা তাঁহার পরিবারের কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করিলে মৃতদেহ দাফন বা অস্ত্যোষ্টিক্রিয়ার ব্যয় বাবদ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হারে উহার জন্য অনুদান প্রদান করা যাইবে।”;

- (এ৪) বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(১) কোনো কর্মচারী সরকারি দায়িত্ব পালনার্থে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়াইলে আইনগত ও আর্থিক সাহায্যের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিবের মাধ্যমে এবং উক্ত কর্মচারী কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব হওয়ার ক্ষেত্রে, জনপ্রশাসন সচিবের মাধ্যমে আবেদন করিলে, কর্মচারী কল্যাণ তহবিল হইতে, আইনগত ও আর্থিক সাহায্য হিসাবে বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদান করা যাইবে।”;

- (ট) বিধি ১৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ১৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“১৯। নির্ধারিত ফরম।—বোর্ড, এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ডের বিভিন্ন তহবিল হইতে আর্থিক সাহায্য বা অনুদান প্রাপ্তি, যৌথবীমা মনোনয়ন, ইত্যাদির জন্য, প্রয়োজন অনুযায়ী, এক বা একাধিক ‘ফরম’ প্রবর্তন করিতে পারিবে।”।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম  
সিনিয়র সচিব।